শিল্প গণতন্ত্র
Industrial Democracy

৮

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের ওপর। কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নির্ভর করে তাদের কর্মসন্তুষ্টির ওপর। কর্মসন্তুষ্টি অনেকাংশে প্রভাবিত হয় কর্মীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করার ওপর। শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যদি গণতন্ত্র বিরাজ করে তাহলে প্রতিষ্ঠান তার অনেক সমস্যা থেকে যেমন উত্তরণ ঘটাতে পারে ঠিক তেমনি উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি করতে পারে। এ ইউনিটে আমরা শিল্প গণতন্ত্র কী তা বোঝার পাশাপাশি এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, সমস্যা, ধরনসহ বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৮.১ : শিল্প গণতন্ত্র: প্রকৃতি ও পরিচয়
পাঠ- ৮.২ : শিল্প-গণতন্ত্র: ধরন

পাঠ ৮.১ শিল্প গণতন্ত্র: প্রকৃতি ও পরিচয়
Industrial Democracy: Nature and Introduction

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিল্প-গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্রের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্রের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের সমস্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
- অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের সুবিধাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে পারে কে তা বলতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মানুষ নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে চায় এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করতে চায়। মানুষ অন্যের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে চলতে পছন্দ করে না। নিজের কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার মানুষের এই সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হলো গণতন্ত্র। শিল্প ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীরা একই আকাঙ্খার বাস্তবায়ন চায় এবং সে কারণে শিল্প-গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শিল্প গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে ও ক্রমান্বয়ে তা বেগবান হচ্ছে। সে কারণে ব্যবসায় প্রশাসনের শিক্ষার্থীদের শিল্প-গণতন্ত্রের ধারণা দেওয়ার জন্য এই পাঠে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথমে আমরা শিল্প-গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব।

শিল্প-গণতন্ত্র কী বোঝায়?
What is Meant by Industrial Democracy

শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দানের ব্যবস্থাকে শিল্প-গণতন্ত্র বলা হয়। ফলে, শ্রমিকেরা মালিক বা ব্যবস্থাপনার সাথে একাত্মতা বোধ করে ও প্রতিষ্ঠানকে নিজের বলে মনে করে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, শিল্প-গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠানে একটি সৌহার্দ্যমূলক ও স্বতঃস্ফূর্ত কার্যপরিবেশ সৃষ্টি করে, শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অংশীদার করে এবং তাদের স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করে। শিল্প-গণতন্ত্র এমন একটি যোগাযোগ ও পরামর্শ ব্যবস্থা যা আনুষ্ঠানিক হতে পারে আবার অনানুষ্ঠানিকও হতে পারে এবং যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কর্মচারীদের অবহিত রাখা হয় এবং যার মাধ্যমে তারা তাদের মত প্রকাশ করে ও ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্তে অবদান রাখে। যাহোক, এবার আমরা শিল্প-গণতন্ত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের প্রদত্ত সংজ্ঞা বা ধারণা নিচে উল্লেখ করছি-

শিল্প-গণতন্ত্র হলো শিল্প ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষমতার বন্টন, যেন ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের হাতে কুক্ষিগত না থেকে কাজে নিয়োজিত সকল কর্মীর মধ্যে বণ্টিত হয়।-**ইমারি ও থরসুড** (১৯৭৬) [Industrial Democracy is a distribution of social power in industry so that it tends to share out among all who are engaged in the work rather than concentrated in the hands of a minority.]

শিল্প-গণতন্ত্র অর্থ শ্রমিকদের আত্মশাসন ও শিল্প-জীবনে সুযোগের সমঅধিকার।-**লক** (১৯২৬) [Industrial Democracy means self-governance and equality of opportunity in industrial life.]

শিল্প-গণতন্ত্র হলো সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করার সরকার নির্দেশিত একটি প্রোগ্রাম বা ব্যবস্থা।-**নিউস্টর্ম ও ডেভিস** (২০০২:১৯৮) [Industrial Democracy is a

program of government mandated worker participation at various levels of the organization with regard to decisions that affect workers]

শিল্প-গণতন্ত্র এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেন প্রতিটি শ্রমিক তার জীবন ও জীবিকার অবস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে তার প্রকৃত অংশগ্রহণ রয়েছে বলে অনুভব করতে পারে।-**কোল** (২০১৭) [Industrial Democracy represents a position in which every workman can feel, he has real share in controlling the conditions of his life and work]

উপর্যুক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, শিল্প-গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যা শ্রমিকদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব দেয়, এবং কার্যপরিবেশের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেয়। সার্বিক বিচারে শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ও সমাজে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটায়।

এবার আমরা শিল্প-গণতন্ত্রের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ে আলোচনা করব।

শিল্প-গণতন্ত্রের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ

Fearures of Industrial Democracy

শিল্প-গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার একটা নতুন দর্শন। এর ফলে, প্রতিষ্ঠানে মালিক ও শ্রমিকদের যৌথ অংশগ্রহণের একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ কার্যপরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষাপটে আমরা শিল্প-গণতন্ত্রের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে নিচে আলোচনা করব-

১। **গণতান্ত্রিক চেতনা:** শিল্প-গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় মালিক ও শ্রমিকদের যৌথ অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার চর্চা ও বিকাশ ঘটায়। এই নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকরা প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মালিক বা ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকেরা সর্বসম্মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

২। **শ্রমিকদের আত্মশাসন:** দীর্ঘকাল ধরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের অপাঙ্‌ক্তেয় অংশ বলে মনে করা হতো। তারা ছিল অবহেলিত ও নিপীড়িত। তারা ছিল শাসিত এবং তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক শাসনে অংশগ্রহণের অনুপযুক্ত মনে করা হোত। এ পটভূমিতে শিল্প-গণতন্ত্র দর্শন শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় মালিক বা ব্যবস্থাপনার সাথে যৌথ অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের আত্মশাসন প্রদান করে।

৩। **সামাজিক ক্ষমতার বণ্টন:** শিল্পপ্রতিষ্ঠান একটি সামাজিক সংগঠন। শ্রমিক ও মালিক নামে দুইটি সামাজিক শ্রেণী এখানে কাজ করে। এরা চিরকাল ছিল পরস্পরের শত্রুপক্ষ। মালিকপক্ষ দুর্দান্ত প্রতাপে শ্রমিকদের শাসন করত। তাদের এই প্রভুসুলভ সামাজিক শক্তি ছিল একচ্ছত্র। শিল্প-গণতন্ত্র সর্বপ্রথম মালিকদের এই সামাজিক একচ্ছত্র ক্ষমতায় শ্রমিক শ্রেণির অংশীদারিত্ব দেয়। মালিকদের সামাজিক ক্ষমতার বণ্টন করে শিল্প-গণতন্ত্র ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় মালিক বা ব্যবস্থাপনার সাথে শ্রমিকরা যৌথ অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

৪। **শ্রমিকদের মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি:** মানব সভ্যতায় বহুকাল শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। শ্রমিকদের অনেকেই ছিল নিরক্ষর, আর বাকীরা ছিল স্বল্প শিক্ষিত। ফলে, মালিক বা ব্যবস্থাপনা শ্রেণি শ্রমিকদের মেধাশূণ্য কাজের যন্ত্র মনে করত। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাস বলে, এই সব শ্রমজীবী মানুষেরাই তাদের প্রাকৃতিক মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে জগৎ পরিবর্তনকারী হাতিয়ার আবিষ্কার করেছে। শিল্পবিপ্লবের পরে কারখানা ব্যবস্থার পত্তনের পর যান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়নেও শ্রমিক শ্রেণীর অবদান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প-গণতন্ত্রের দর্শনে শ্রমিকদের মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর দুয়ার উন্মুক্ত করা হয়েছে।

৫। **নমনীয় ধারণা:** শিল্প-গণতন্ত্র একটা চলমান ধারণা। সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে এই ধারণা পরিবর্তিত ও উন্নত হচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণি তাদের শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে সাংগঠনিক উন্নয়নে যেমন অবদান রাখছে, তেমনই তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভৌত হাতিয়ার ও কলাকৌশলগত পদ্ধতির উন্নয়নে অবিরাম অবদান রেখে চলেছে। এ প্রেক্ষিতে শিল্প-গণতন্ত্রকে একটি নমনীয় ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬। **মালিক-শ্রমিক সহযোগিতা:** শিল্প-গণতন্ত্র একটি মালিক-শ্রমিক সহযোগিতার অনন্য কলা। শিল্প-গণতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে চিরশত্রু মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে পারস্পরিক সহযোগী শক্তিতে পরিণত করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার ভারসাম্যমূলক বণ্টন করে শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে সম্মিলিতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতায় নিয়োজিত করেছে। এ কারণে শিল্প-গণতন্ত্র অনন্য একটি ধারণা।

এবার শিল্প-গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শিল্প-গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যাবলি

Objectives of Industrial Democracy

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, শিল্প-গণতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে চিরশত্রু মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে পারস্পরিক সহযোগী শক্তিতে পরিণত করেছে। এই অনন্য ধারণার প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যাবলি নিয়ে এবার আলোচনা করা হবে -

১। **প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি:** মানুষের সকল কাজের পেছনে উদ্দেশ্য থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই শিল্প-গণতন্ত্রের ধারণা প্রদানকালে লক (১৯২৬) বলেছিলেন, শিল্প-গণতন্ত্র অর্থ শ্রমিকদের আত্মশাসন ও শিল্পীয় জীবনে সুযোগের সমঅধিকার প্রদানের একটা ব্যবস্থা। সুতরাং শিল্প-গণতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্র কায়েম করা। প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শ্রমিক ও মালিক যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা।

২। **শ্রমিক-মালিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি:** মানব সভ্যতায় ঐতিহাসিকভাবে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ পরস্পরের চিরশত্রু। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। অথচ এই দুই পক্ষের মিলিত প্রচেষ্টায় সংগঠন চলে। তাই, এমন দুইটি বিবাদমান পক্ষকে সমন্বিত শক্তিতে রূপান্তর করা দরকার। এ জন্য শ্রমিক-মালিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়েছে।

৩। **ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা:** শিল্প-গণতন্ত্রের আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে সামাজিকক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। শিল্প ব্যবস্থাপনায় সমঅংশীদারিত্ব এমন একটি অবস্থার কথা বলে যেখানে মালিকপক্ষ তার স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত যেমন শ্রমিকপক্ষের উপর চাপাতে পারে না, তেমনই শ্রমিকপক্ষ কোনো স্বেচ্ছাচারী আচরণ করতে পারে না। ফলে, প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকে।

৪। **শ্রমিকদের কর্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি:** শিল্প-গণতন্ত্রের আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকদের কর্ম সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা। শ্রমিকরা দীর্ঘকাল অবহেলিত ছিল। কিন্তু শিল্প গণতন্ত্র শ্রমিকদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব দেয়, এবং কার্যপরিবেশের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেয়। ফলে, শ্রমিকরা সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করে।

৫। **শিল্প-বিরোধ হ্রাস:** শিল্প-বিরোধ হলো শোষক বুর্জোয়া মালিক শ্রেণী আর শোষিত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর চিরন্তন লড়াইয়ের বহিঃপ্রকাশ। কার্ল মার্ক্স বলেছেন, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই লড়াই সমাজের মৌলিক ও বিপ্লবী পরিবর্তন ছাড়া থামবে না। এক্ষেত্রে শিল্প-গণতন্ত্র ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্প-বিরোধ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের আত্মশাসন ও শিল্পীয় জীবনে সুযোগের সমঅধিকার প্রদানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে।

৬। **শ্রমিকদের কাজে প্রেষিত করা:** শিল্পের উৎপাদন কাজে শ্রমিকদের প্রেষিত করার উদ্দেশ্যে শিল্প-গণতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে অবহেলিত, নিপীড়িত, অধিকার বঞ্চিত, সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণিকে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে। ফলে, শ্রমিকদের মধ্যে কাজের প্রতি অঙ্গীকার সৃষ্টি হয় ও তারা সর্বোচ্চ প্রেষণায় কাজ করে।

৭। **সংগঠনের প্রতি আনুগত্য অর্জন:** শিল্প-গণতন্ত্রের আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগঠনের প্রতি শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি আনুগত্য অর্জন করা। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব পায় এবং কার্যপরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, তারা সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকে।

৯। **শিল্প শান্তি বজায়:** শিল্প-গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্প শান্তি বজায় রাখা। শিল্প-গণতন্ত্র সামাজিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব ও অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে চির শত্রু শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে, উভয়পক্ষ বিবাদ ভুলে শিল্পে শান্তি বজায় রাখে।

১০। **শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন:** শিল্প-গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্য করে তোলা। শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব দেয়। ফলে, শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে ক্ষমতাবান হয়।

এবার আমরা শিল্প-গণতন্ত্রের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

শিল্প-গণতন্ত্রের গুরুত্ব

Importance of Industrial Democracy

শিল্প-গণতন্ত্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছে। শিল্প-গণতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে চিরশত্রু মালিক ও শ্রমিকপক্ষকে পরস্পরের মেলবন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা শিল্প-গণতন্ত্রের গুরুত্ব আলোচনা করব।

১। **যৌথ ব্যবস্থাপনা:** শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে ব্যবস্থাপনা বা মালিকের সাথে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়। পরিচালনা পরিষদে শ্রমিক পরিচালক থাকে। ফলে, প্রতিষ্ঠান যৌথ ব্যবস্থাপনায় চলে এবং সে কারণে সার্বিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে।

২। **সহযোগিতা বৃদ্ধি:** শিল্প-গণতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে অবহেলিত, সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে ব্যবস্থাপনা বা মালিকের সাথে অংশগ্রহণ করে। ফলে,পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিষ্ঠানে একটি ঐক্যের পরিবেশ বজায় থাকে।

৩। **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের আত্মশাসন ও শিল্পীয় জীবনে সুযোগের সমঅধিকার প্রদানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে। সে কারণে শ্রমিকদের মধ্যে কাজের প্রতি অঙ্গীকার সৃষ্টি হয় ও সর্বোচ্চ প্রেষণায় কাজ করে। ফলে, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৪। **কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** শিল্প-গণতন্ত্রে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপনা বা মালিকের সাথে শ্রমিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। ফলে, সিদ্ধান্তে সকল পক্ষের স্বার্থ ও মতামত প্রতিফলিত হয়। এ কারণে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়, যা বাস্তবায়নে কোনো বাধা তৈরি হয় না।

৫। **দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি:** শিল্প-গণতন্ত্রে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মালিক ও শ্রমিকপক্ষ যৌথভাবে গ্রহণ করে। ফলে, স্বাভাবিকভাবে উভয়পক্ষের উপর যৌথ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের গুরু দায়িত্ব এসে পড়ে। এ কারণে শ্রমিকদের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা সর্বোচ্চ চেষ্টায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কাজ করে।

৬। **নেতৃত্ব সৃষ্টি:** শ্রমিকরা দীর্ঘকাল অবহেলিত ছিল। তারা ছিল শুধুই কর্মী। কিন্তু এই প্রথম শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অংশ করে। শ্রমিকেরা সরাসরি বা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে। আমরা জানি, গণতন্ত্রিক ব্যবস্থা নেতা তৈরি করে। আর শিল্প-গণতন্ত্রে শ্রমিকেরা সভায় আলোচনা-সমালোচনায় অংশগ্রহণ করে, মতামত প্রকাশ করে, তাদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভাকে প্রকাশ করে, যুক্তিতর্ক পেশ করে, এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটাভুটির মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় অংশগ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি করে।

৭। **শিল্প শান্তি প্রতিষ্ঠা:** শিল্প শান্তি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। শিল্প-গণতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো এই ব্যবস্থা শিল্প শান্তি প্রতিষ্ঠা করে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। শিল্প-গণতন্ত্র সামাজিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব ও অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে চিরশত্রু শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে, উভয়পক্ষ বিবাদ ভুলে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে এবং এ কারণে শিল্পে শান্তি বজায় থাকে।

৮। **শ্রমিক কর্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি:** অনুকূল পরিবেশ শ্রমিকদের কর্মসন্তুষ্টি লাভের নিয়ামক শক্তি। শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের সামাজিক ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দেয় ও প্রতিষ্ঠানে যৌথ ব্যবস্থাপনা কায়েম করে। সংগঠনে গণতান্ত্রিক ও মানবীয় পরিবেশ বজায় থাকে। ফলে, শ্রমিকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করে ও তাদের কর্মসন্তুষ্টি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়। এই

কর্মসন্তুষ্টি সকল ব্যবস্থাপনার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পরম কাম্য। শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের কর্মসন্তুষ্টি আনায়ন করে ও বৃদ্ধি করে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ অবদান রাখে।

৯। **শিল্প-বিরোধ হ্রাস:** শিল্প-বিরোধ শিল্পের উৎপাদন ও অগ্রগতি চরমভাবে ব্যাহত করে। আমরা জানি শিল্প-বিরোধ হলো শোষক বুর্জোয়া মালিকশ্রেণি আর শোষিত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর চিরন্তন লড়াইয়ের বহিঃপ্রকাশ। শিল্প-গণতন্ত্র পারস্পরিক শত্রু ভাবাপন্ন মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সামাজিক ক্ষমতার বণ্টন, শ্রমিকদের আত্মশাসন ও শিল্পীয় জীবনে সুযোগের সমঅধিকার প্রদানের মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখে। ফলে, শিল্প-বিরোধ শুধু হ্রাস পায় না, শিল্প-বিরোধ দেখা দিতে পারে না।

১০। **সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগ:** শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখে। ফলে, ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মধ্যে মুক্ত যোগাযোগ ঘটে ও মধুর সম্পর্ক বিরাজ করে। এ কারণে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগ ঘটে; যা সংগঠনের উন্নতিতে অবদান রাখে।

১১। **পারস্পরিক সহনশীলতা বৃদ্ধি:** গণতন্ত্র অন্যের মতের প্রতি সহনশীল হতে শেখায়। শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। ফলে, ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক নেতৃত্বের মধ্যে একে অন্যের মত শোনা ও গ্রহণ যোগ্যতা বিবেচনা করার মানসিকতা ও সহনশীলতা সৃষ্টি করে। সুষ্ঠু শ্রমিক ও মালিক সম্পর্কের জন্য যা অপরিহার্য।

১২। **প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য বৃদ্ধি:** শ্রমিকসহ সকল কর্মচারীর প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। শিল্প-গণতন্ত্র সংগঠনের প্রতি শ্রমিকদের দীর্ঘ-মেয়াদী আনুগত্য অর্জনে চালিকা শক্তি। কেননা, শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক ও মানবীয় পরিবেশ বজায় রাখে। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব পায় এবং কার্যপরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, তারা সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকে ও তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।

শিল্প-গণতন্ত্রের নীতিমালা

Principles of Industrial Democracy

আমরা জানি, শিল্প-গণতন্ত্র একটি নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা দর্শন। এ জন্য শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলন ও বাস্তবায়ন করতে হলে কতকগুলো মৌলিক বিষয়ে মালিক, শ্রমিক ও সরকারপক্ষের মধ্যে ঐকমত্য হতে হবে। এই মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লেগ (১৯৬০:২১) শিল্প-গণতন্ত্রের তিনটি নীতি উল্লেখ করেছেন। সেই নীতিমালা নিয়েই নিচের আলোচনা-

১। **রাষ্ট্র ও ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত স্বাধীন শ্রমিকসংঘ থাকতে হবে।** শ্রমিকসংঘ শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলে ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া, প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক ও মানবীয় পরিবেশ উন্নয়নে তাদের সর্বোচ্চ বিবেচনা প্রসূত নিরপেক্ষ পরামর্শ দিতে পারে। যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যবস্থাপনাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

২। **শ্রমিকদের শিল্প সংক্রান্ত স্বার্থে শুধুমাত্র শ্রমিকসংঘই প্রতিনিধিত্ব করবে।** শিল্প-গণতন্ত্রে শ্রমিকরা সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে ব্যবস্থাপনা বা মালিকের সাথে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। শ্রমিকদের পক্ষে এই অংশগ্রহণ কে করবে? এ ক্ষেত্রে নির্দেশনা হচ্ছে নির্বাচিত শ্রমিকসংঘই প্রতিনিধিত্ব করবে। এই শ্রমিকসংঘ যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়। এই যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কেউ শ্রমিকদের শিল্প সংক্রান্ত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না।

৩। **উত্তম শিল্প-সম্পর্কের জন্য শিল্পের মালিকানা অপ্রাসঙ্গিক।** শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সাথে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়, সামাজিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব দেয় এবং কার্যপরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ করা সুযোগ দেয়।। এখানে যৌথ ব্যবস্থাপনা চলে। মালিক ও শ্রমিক উভয়ই সমান অধিকার নিয়ে কাজ করে। মালিক হিসেবে মালিকপক্ষ কোনো অতিরিক্ত সুবিধা পাবে না। এ প্রেক্ষাপটে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক কে সেটি বিবেচনায় আসে না। শুধু প্রস্তাবের অবদান ও গুণ বিবেচনা করা হয়। এ জন্য শিল্পের মালিকানা শিল্প-গণতন্ত্রে অপ্রাসঙ্গিক এ বিষয়টি দিক নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

এবার আমরা অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করব।

অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের সমস্যাবলি

Problems of Industrial Democracy in Underdeveloped Country

অনুন্নত দেশ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ থাকে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরও তেমন বিকাশ ঘটে না। এ প্রেক্ষাপটে অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলন ও বাস্তবায়নে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এই সমস্যাবলি নিয়েই নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **মালিকের অনীহা:** অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা হলো মালিকপক্ষ এটি বাস্তবায়ন করতে চায় না। তারা শ্রমিকদের ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দিতে তীব্র অনীহা প্রকাশ করে। তাছাড়া, শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের উপযুক্ত মনে করে না। ফলে, শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তন করা যায় না।

২। **শ্রমিকদের অনাহুত হস্তক্ষেপ:** শিল্প-গণতন্ত্রে শ্রমিকদের ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ক্ষমতা ব্যবহারে শ্রমিকদের তেমন সক্ষমতা না থাকায় তারা যত্রতত্র হস্তক্ষেপ করে। ফলে, ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাত হয়। শ্রমিকদের অনাহুত হস্তক্ষেপের কারণে অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রয়োগ সমস্যা সংকুল হয়ে পড়ে।

৩। **গোপনীয়তা ফাঁস:** প্রাতিষ্ঠানিক অনেক তথ্য গোপন রাখা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই দরকার। কিন্তু দায়িত্বশীল শ্রমিক প্রতিনিধি না হলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের এই গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়। এ কারণে অনাবশ্যক বিপদ হয়। এ প্রেক্ষিতে অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রয়োগ অনেকে করতে চায় না।

৪। **সরকারি সমর্থনের অভাব:** গণতান্ত্রিক সরকার শিল্প-গণতন্ত্রের চর্চা ও প্রয়োগ করতে আগ্রহী হয়। পৃথিবীর অনেক অনুন্নত দেশে গণতান্ত্রিক সরকার না থাকায় শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলনে সরকারি সমর্থন পাওয়া যায় না। ফলে, মালিকরাও তাদের প্রতিষ্ঠানে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলনে কোনো আগ্রহ দেখায় না।

৫। **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব:** শিল্প-গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠেতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নিতে সময় বেশি লাগে ও সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব ঘটে। এ কারণে অনুন্নত দেশে মালিকরা তাদের প্রতিষ্ঠানে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলন করতে চায় না।

৬। **পারস্পরিক আস্থার অভাব:** অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের অন্যতম সমস্যা হলো মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব। কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে বিশ্বাস করে না। তাছাড়া, ঐতিহাসিকভাবে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ চির শত্রু। তাদের এই বদ্ধমূল অবিশ্বাস ও শত্রুতাবোধ অতিক্রম করতে পারে না বলে অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলন হয় না।

৭। **স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ:** গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আইনগত ও নৈতিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। এখানে কোনো ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা থাকবে না। তবে, অনুন্নত দেশে পশ্চাৎপদ সামাজিক অবস্থার কারণে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচার মনে করে এর ব্যাপক অপপ্রয়োগ করা হয় এবং সে কারণে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলন করা সম্ভব হয় না।

৮। **গণতান্ত্রিক মানসিকতার অভাব:** গণতন্ত্র একটা সুশীল ও সহনশীল মূল্যবোধ। এখানে সকলকে সমানভাবে দেখা ও গ্রহণ করা দরকার। সকলের মত, পথ ও চিন্তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। কিন্তু অনুন্নত দেশের পশ্চাৎপদ সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক অবস্থার কারণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি। গণতান্ত্রিক মানসিকতার অভাব অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলনকে বাধাগ্রস্ত করে।

৯। **পরিপক্কতা ও দায়িত্বশীলতা:** শিল্প-গণতন্ত্র চর্চা ও প্রয়োগ করার জন্য মালিকপক্ষকে সহনশীল, উদার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। অন্য দিকে, শ্রমিকপক্ষকে যেমন দায়িত্বশীল, পরিপক্ক হতে হবে, তেমনই সহনশীল, উদার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির অভাবের কারণে অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এবার আমরা অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের সুবিধাবলি নিয়ে আলোচনা করব।

অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের সুবিধাবলি

Benefits of Industrial Democracyin Underdeveloped Country

অনুন্নত দেশ নিম্ন উৎপাদন, নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অস্থির সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার শিকার। এ প্রেক্ষিতে অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্র নানা ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। এই সুবিধাবলি নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো-

১। **শ্রমিক-মালিক বৈরিতা কমায়:** অনুন্নত দেশে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যুদ্ধং দেহী বৈরিতা বিরাজ করে। কেউ কারো বিশ্বাস করে না, সহ্য করে না। ফলে, সব সময় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করে। এমতাবস্থায়, শিল্প-গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করলে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হবে। কেননা, শিল্প-গণতন্ত্রে শ্রমিকদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে ব্যবস্থাপনা বা মালিকের সাথে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়। ফলে, ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মধ্যে মুক্ত যোগাযোগ ঘটে ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পরিবেশে তারা কাজ করে। এ কারণে শ্রমিক-মালিক বৈরিতা কমে যায় ও প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে।

২। **দেশে গণতন্ত্র চর্চার শিক্ষা দেয়:** গণতন্ত্র একটা সুশীল ও সহনশীল মূল্যবোধ। এখানে সকলকে সমানভাবে দেখা ও গ্রহণ করা দরকার। সকলের মত,পথ ও চিন্তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। কিন্তু অনুন্নত দেশের পশ্চাৎপদ সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা ও রাজনৈতিক অবস্থার কারণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায়, শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তিত হলে শ্রমিকশ্রেণি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা ও প্রয়োগ শেখে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্রের এই শিক্ষা ও চর্চা ক্রমান্বয়ে সমাজে ও দেশে বিস্তার লাভ করে। ফলে, অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র চর্চার শিক্ষা হয়।

৩। **কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়:** অনুন্নত দেশে মালিক একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল পক্ষের মতামত বিবেচনা করলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়। ফলে, প্রত্যাশিত পারদর্শিতা ও মান পাওয়া যায়। শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। ফলে, সিদ্ধান্তে সকল পক্ষের মতামত প্রতিফলিত হয় এবং যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে করে সিদ্ধান্তের মান ও কার্যকারিতা বাড়ে। ব্যবস্থাপনা ভালোভাবে চলে এবং সে কারণে সার্বিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে।

৪। **জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করে:** অনুন্নত দেশে জাতীয় উৎপাদন ও শ্রমিক উৎপাদনশীলতা উভয়ই কম। শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের আত্মশাসন ও শিল্পীয় জীবনে সুযোগের সমঅধিকার প্রদানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে। সে কারণে শ্রমিকদের মধ্যে কাজের প্রতি অঙ্গীকার সৃষ্টি হয় ও সর্বোচ্চ প্রেষণায় কাজ করে। ফলে, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন বাড়ে ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৫। **শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন ঘটায়:** শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অংশ করে। শ্রমিকেরা সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে। ফলে, তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সভায় আলোচনা-সমালোচনায় অংশগ্রহণ করে, মতামত প্রকাশ করে,তাদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভাকে প্রকাশ করে, যুক্তিতর্ক পেশ করে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটাভুটির মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ায় শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখে। এইভাবে শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন করার সুবিধা প্রদান করে।

৬। **শ্রমিকদের কাজে প্রেষণা ও অঙ্গীকার বৃদ্ধি করে:** অনুন্নত দেশে শ্রমিকদের কাজে প্রেষণা ও অঙ্গীকার কম। ফলে, তারা যখন তখন মারমুখী হয় ও প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর করে। এ জন্য শ্রমিকদের প্রেষণা ও অঙ্গীকার বৃদ্ধি করতে পারলে এ অবস্থার উন্নতি হয়। শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের সামাজিক ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দেয় ও প্রতিষ্ঠানে যৌথ ব্যবস্থাপনা কায়েম করে। সংগঠনে গণতান্ত্রিক ও মানবীয় পরিবেশ বজায় থাকে। ফলে, শ্রমিকদের কর্ম সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় ও কাজের প্রতি অঙ্গীকার বাড়ে।

৭। **শিল্প-বিরোধ হ্রাস করে:** অনুন্নত দেশে শিল্প-বিরোধের কারণে উৎপাদন ও অগ্রগতি চরমভাবে ব্যাহত হয়। শিল্প-গণতন্ত্র পারস্পরিক শত্রু ভাবাপন্ন মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সামাজিক ক্ষমতার বণ্টন, শ্রমিকদের আত্মশাসন ও শিল্পীয় জীবনে সুযোগের সমঅধিকার প্রদানের মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখে। ফলে, শিল্প-বিরোধ হ্রাস পায় ও দেশ লাভবান হয়।

৮। **প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিক আনুগত থাকে:** অনুন্নত দেশে শ্রমিকেরা নিজেদেরকে সংগঠনের অংশভাবে না বরং বিচ্ছিন্নভাবে। ফলে, প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করে, এমন কি প্রতিষ্ঠানে আগুন দিতেও দ্বিধা করে না। এ জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকদের ভালোবাসা ও আনুগত্য থাকা জরুরি। শ্রমিকসহ সকল কর্মচারীর প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। শিল্প-গণতন্ত্র সংগঠনের প্রতি শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি আনুগত্য অর্জনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। কেননা, শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক ও মানবীয় পরিবেশ

বজায় রাখে এবং শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ও কার্যপরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, তারা সংগঠনের প্রতি আনুগত থাকে এবং প্রতিষ্ঠান নিরাপদ থাকে।

৯। **শিল্প শান্তি প্রতিষ্ঠা করে:** অনুন্নত দেশে শিল্পসমূহ অস্থির পরিবেশের কারণে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারে না। অথচ শিল্প শান্তি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো এই ব্যবস্থা শিল্প শান্তি প্রতিষ্ঠা করে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। শিল্প-গণতন্ত্র সামাজিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব ও অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে, শিল্পে শান্তি বজায় থাকে।

এবার দেখা যাক কে শিল্প-গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে পারে।

শিল্প-গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে পারে কে?

Who Can Ensure Industrial Democracy?

শিল্প-গণতন্ত্র একপাক্ষিকভাবে প্রবর্তন করা যায় না। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে, শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিক ও মালিকপক্ষের একটি যৌথ ব্যবস্থাপনা। ফলে, প্রাথমিকভাবে শিল্প-গণতন্ত্র নিশ্চিতকরণে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ দায়িত্ব পাবে। এর পাশাপাশি সার্বিক পরিবেশগত সহায়তার জন্য সরকারের দায়িত্ব আসে। অতএব, শিল্প-গণতন্ত্র বাস্তবায়নে ত্রিপাক্ষিক প্রচেষ্টা দরকার। এর প্রেক্ষিতে তিন পক্ষের ভূমিকা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো-

১। **মালিকপক্ষ:** শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য মালিকপক্ষের ভূমিকা অগ্রগণ্য। শিল্প-গণতন্ত্র মালিক ও শ্রমিকপক্ষের যৌথ ব্যবস্থাপনায় শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কথা বলে। এটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার একটি দর্শন। মালিকপক্ষ এই দর্শন ধারণ, লালন ও চর্চা করতে উদ্যোগী না হলে শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যাবে না। এ জন্য মালিকপক্ষকে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং শ্রমিকদের সাথে কাজ করার মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে।

২। **শ্রমিকপক্ষ:** শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিকপক্ষের ভূমিকা মালিকপক্ষের মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকপক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব না। কেননা,শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব দেয়। সুতরাং, শ্রমিকপক্ষের স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহণ ছাড়া শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যাবে না।

৩। **সরকার পক্ষ:** শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকারপক্ষের নিয়ামক ভূমিকা প্রয়োজন। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার থাকলে শিল্প-গণতন্ত্রের চর্চা ও প্রয়োগ করতে সরকার পক্ষ আগ্রহী হয় ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। সরকার আইন করেও প্রতিষ্ঠানে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলনে সহায়তা করতে পারে। তা ছাড়া, সরকার মালিকদের শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলনে ও বাস্তবায়নে প্রণোদনা দিতে পারে। এভাবে শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করতে পারে।

এবার আমরা শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা

Role of Different Parties in Establishing Industrial Democracy

শিল্প-গণতন্ত্র একটি বহুপাক্ষিক অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ধারণা। আমরা জানি যে, শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিক ও মালিকপক্ষের একটি যৌথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। সে কারণে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের রয়েছে প্রাথমিক ভূমিকা। পাশাপাশি দেশের সরকারের রয়েছে শক্তিশালী নিয়ামক ভূমিকা। এ সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমক সংস্থার সহায়ক ভূমিকা আছে। এ প্রেক্ষিতে আমরা শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এ সকল পক্ষের ভূমিকা নিয়ে নিচে আলোচনা করব-

১। **মালিকপক্ষের ভূমিকা:** শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মালিকপক্ষের ভূমিকা অগ্রগণ্য। শিল্প-গণতন্ত্র একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার দর্শন। এ জন্য করণীয় কাজ হলো:

[ক] শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মালিকপক্ষকে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে;
[খ] প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক ও মানবীয় কার্যপরিবেশ তৈরি করতে হবে;
[গ] শ্রমিকদের প্রতি বৈরী ভাব ত্যাগ করতে হবে এবং নিজেদেরকে শ্রমিকদের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সভায় কাজ করার মানসিকতা প্রস্তুত করতে হবে;
[ঘ] অপর পক্ষের কাছে প্রতিষ্ঠানের তথ্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে;
[ঙ] শ্রমিকদের সাথে মুক্ত ও খোলাখুলি যোগাযোগ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে এবং বাস্তবে তা সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে;
[চ] শ্রমিকদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিধিবিধান, শ্রম আইন, সাংবিধানিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করার উপযোগী করতে হবে;
[ছ] প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন, বিধিবিধান, সহায়ক ব্যবস্থা ও ভৌত কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে;
[জ] গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা ও অনুশীলন করতে হবে।
[ঝ] শিল্প-গণতন্ত্রের ধ্যানধারণা, দর্শন, প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে হবে।

২। **শ্রমিকপক্ষের ভূমিকা:** শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকপক্ষের কার্যকর ভূমিকা আছে। শ্রমিকপক্ষের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। এ জন্য শ্রমিকপক্ষের করণীয় কাজ হলো: [ক] শ্রমিকপক্ষ ব্যবস্থাপনার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সভায় অংশ নেওয়ার জন্য বিধি নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করবে; [খ] গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা ও অনুশীলন করতে হবে; [গ] নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিধি-বিধান, শ্রম আইন, সাংবিধানিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে; [ঘ] শিল্প-গণতন্ত্রের ধ্যানধারণা, দর্শন, প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে ও তা চর্চা করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে; এবং [ঙ] ব্যবস্থাপনার সাথে সহযোগিতা করার ও তাদের প্রতি বৈরী ভাব ত্যাগ করতে হবে।

৩। **সরকার পক্ষের ভূমিকা:** শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরকারপক্ষের নিয়ামক ভূমিকা আছে। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার থাকলে শিল্প-গণতন্ত্রের চর্চা ও প্রয়োগ করতে সরকারপক্ষ আগ্রহী হয় ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় কাজ হলো- [ক] সরকার দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে; [খ] শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলনে সহায়তা করতে আইন বা বিধি প্রণয়ন করবে; [গ] মালিকদের শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলনে ও বাস্তবায়নে প্রণোদনা দিবে; [ঘ] মালিক ও শ্রমিকদের শিল্প-গণতন্ত্রের উপর দেশে বা বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে; [ঙ] শ্রমিকদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিধিবিধান, শ্রম আইন, সাংবিধানিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে; [চ] দেশে শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে; এবং [ছ] আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন বাস্তবায়ন করবে।

৫। **আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ভূমিকা:** শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ভূমিকা আছে। এই সংস্থা শিল্প-গণতন্ত্র প্রচলনের পক্ষে কনভেনশন গ্রহণ করতে পারে। দেশে দেশে সরকারকে শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য অনুরোধ করতে পারে। মালিক ও শ্রমিকদের শিল্প-গণতন্ত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া, এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নে আর্থিক প্রকল্প সহায়তা দিতে পারে।

সারসংক্ষেপ

শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব দেয় এবং কার্যপরিবেশের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেয়। শিল্প-গণতন্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রমিকদের কার্যসন্তুষ্টি বাড়ায় ও শিল্পে শান্তি আনে। অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা বাড়ায়, মালিক ও শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক পন্থায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার শিক্ষা দেয়, প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদন ও জাতীয় উৎপাদন বাড়ায়। মালিকদের অনীহা, শ্রমিকদের অশিক্ষা, স্বেচ্ছাচার, সামাজিক-সংস্কৃতিক পরিবেশের অভাব ইত্যাদি কারণে অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের প্রচলন বাধাগ্রস্থ হয়। তবে, শিল্প-গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে মালিক, শ্রমিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সহায়ক ভূমিকা পালন করলে এটি বাস্তবায়ন করা যাবে।

পাঠ ৮.২ শিল্প-গণতন্ত্র: ধরন
Industrial Democracy: Forms

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিল্প-গণতন্ত্রের ধরন বলতে কী বোঝায় বলতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্রের ধরনসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্রের যৌথ পরামর্শ কমিটির ধরন ও কার্যাবলি বলতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্রের যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ধরন ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্রের কারখানা কমিটি ব্যবস্থা ধরন ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্রের শপ কাউন্সিল ধরন ও কার্যাবলি বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন;
- শিল্প-গণতন্ত্রের স্বব্যবস্থাপনা স্কিম ধরন বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- শিল্প-গণতন্ত্রের পরিচালনা পর্ষদে শ্রমিক পরিচালক ব্যবস্থাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

শিল্প-গণতন্ত্রের কয়েকটি ধরন বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে। দেশে দেশে এই ধরনগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। ব্যবসায় প্রশাসনের শিল্প-সম্পর্কের শিক্ষার্থীদের শিল্প-গণতন্ত্রের ধরনগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। এ কারণে এই পাঠে শিল্প-গণতন্ত্রের ধরনগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শিল্প-গণতন্ত্রের ধরন বলতে কী বোঝায়
What is Meant by the Form of Industrial Democracy

যে কোনো ব্যবস্থা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে তার একটা প্রায়োগিক কাঠামো লাগে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি অনুসারে এই প্রায়োগিক কাঠামোর নানা ধরন হয়ে থাকে। শিল্প-গণতন্ত্র একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা দর্শন। এই দর্শন কীভাবে বাস্তব কাঠামো পাবে তা নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। শিল্প-গণতন্ত্রের ধরন বলতে এর বাস্তবায়ন কাঠামোর ভিন্নতাকে বোঝায়। সবগুলো কাঠামোই শিল্প-গণতন্ত্রের দর্শন বাস্তবায়নের জন্য করা হয়েছে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আমরা শিল্প-গণতন্ত্রের ছয়টি ধরন পাই। ধরনগুলো হলো:

১। যৌথ পরামর্শ (Joint Consultation)
২। যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Joint Management Council)
৩। কারখানা কমিটি (Works Committee)
৪। শপ কাউন্সিল (Shop Council)
৫। স্বব্যবস্থাপনা স্কিম (Self –management Scheme)
৬।পরিচালনা পরিষদে শ্রমিক পরিচালক (Worker Director in Management Board)

শিল্প-গণতন্ত্রের ধরনসমূহের বর্ণনা
Discussion of Various Forms of Industrial Democracy

১। যৌথ পরামর্শ কমিটি (Joint Consultation Committee)

সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শ্রমিক ও মালিকপ্রতিনিধি নিয়ে এই যৌথ পরামর্শ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির গঠন ও কাজ অনেক দেশে আইন দ্বারা নির্ধারণ করা আছে। যে দেশে আইন নাই, সেখানে স্বেচ্ছামূলকভাবে মালিক ও

শ্রমিকেরা সম্মত বিধিবিধানের মাধ্যমে যৌথ পরামর্শ কমিটি গঠন করে ও কার্যাবলি নির্ধারণ করে। বাংলাদেশে এই কমিটির নাম অংশগ্রহণকারী কমিটি (Participation Committee)। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ এর ধারা-২০৫ থেকে ধারা- ২০৮-এ অংশগ্রহণকারী কমিটির কাঠামো ও কাজ বর্ণনা করা হয়েছে। আইন অনুসারে ন্যূনতম পঞ্চাশ জন শ্রমিক সাধারণত কর্মরত আছেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে মালিক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় তার প্রতিষ্ঠানে একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করবেন।

যৌথ পরামর্শ কমিটির গঠন কাঠামো (Structure of Joint Consultation Committee)

এই কমিটি মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে এই যৌথ পরামর্শ কমিটি বা অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হবে। শ্রমিক প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মনোনয়নের ভিত্তিতে নিযুক্ত হবেন। কমিটিতে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন সমসংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত করবেন এবং অন্য ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মোট মনোনীত প্রতিনিধিগণের অপেক্ষা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির মনোনীত প্রতিনিধির সংখ্যা একজন বেশি হবে। যে প্রতিষ্ঠানে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই, সে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক প্রতিনিধিগণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্য হতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় অংশগ্রহণকারী কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত হবেন। অংশগ্রহণকারী কমিটির সভা প্রতি দুই মাসে অন্ততঃ একবার করতে হবে।

যৌথ পরামর্শ কমিটি বা অংশগ্রহণকারী কমিটির কার্যাবলি (Functions of Joint Consultation Committee)

বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ এর ধারা-২০৬ এ যৌথ পরামর্শ কমিটি বা অংশগ্রহণকারী কমিটির কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশে প্রচলিত এই ধরনের কমিটির কাজ প্রায় একই রকম। কাজগুলো হলো:

১) অংশগ্রহণকারী কমিটির কাজ হবে প্রধানত প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিক এবং মালিক সকলেরই অংগীভূত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রোথিত ও প্রসার করা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকগণের অঙ্গীকার জাগ্রত করা;
২) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো;
৩) শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
৪) শৃঙ্খলাবোধে উৎসাহিত করা, নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা এবং কাজের অবস্থার উন্নতি বিধান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৫) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শ্রমিক শিক্ষা এবং পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করা;
৬) শ্রমিক ও তাদের পারবারবর্গের প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
৭) উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং অপচয় রোধ করা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নীত করা।

প্রত্যেক সভা শেষ হওয়ার সাত দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী শ্রম পরিচালক ও সালিশের নিকট প্রেরণ করা।

২। যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Joint Management Council)

শিল্প-গণতন্ত্রের আর একটি ধরন হলো যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল। এই ধরনটি পশ্চিম জার্মানি ও ইসরাইল প্রবর্তন করে। পশ্চিম জার্মানিতে এটি সহ-নির্ধারণ স্কিম নামেও পরিচিত ছিল। জাতীয় পর্যায়ে মালিক সমিতি ও শ্রমিকসংঘের মধ্যে সম্পাদিত সাধারণ শ্রমিক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল গঠিত হয় ও কাজ করে। যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল শ্রমিক ও মালিকপক্ষ মিলে একটা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ মডেল। এই মডেলটি ১৯৫৮ সালে কারখানা ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়ন করা হয়। এই যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সমান সংখ্যক সদস্য থাকবে ও সর্বোচ্চ ১২ জন সদস্য থাকবে। যে সকল কারখানায় সর্বোচ্চ ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করে, সেখানে এই যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল মডেলটি কাজ করবে। এই যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কাজ প্রশাসনিকভাবে বা আইনগতভাবে নির্ধারণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় নিচের ইউনিট পর্যায়ে শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে কারখানা কাউন্সিল গঠিত হয়। এই কাউন্সিলে শ্রমিকদের সংখ্যা অনুযায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়, তবে সর্বোচ্চ ৩৫ জন সদস্য থাকতে পারবে। এই কাউন্সিল ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের গঠন কাঠামো (Structure of Joint Management Council)

যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কারখানায় যে বাস্তব কাঠামো নিয়ে কাজ করে তার চিত্রটি নিচে দেখানো হলো:

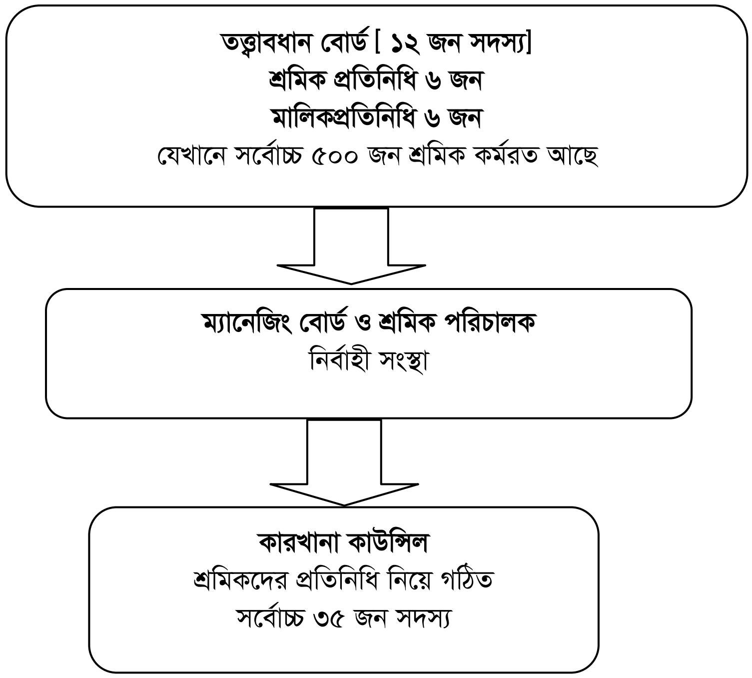

যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কাঠামো

যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এর কার্যাবলি (Functions of Joint Management Council)

যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ব্যবস্থাপনার সাথে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো পরামর্শ ও আলোচনা করবে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবস্থপনার সাথে অংশগ্রহণ করবে:

১) প্রশাসনিক বিধি-বিধান পরিবর্তন, সংশোধন, শ্রমিক ছাটাই, কারখানা আধুনিকীকরণ এবং বন্ধকরণের বিষয়ে ব্যবস্থাপনার সাথে আলোচনা করা ও পরামর্শ দেওয়া;

২) প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, বাজার অবস্থা, উৎপাদন ও বিক্রয়ের অবস্থা, ব্যবস্থাপনার মান ও পদ্ধতি, উৎপাদন ও কার্যসম্পাদন পদ্ধতি, বার্ষিক লাভ ও লোকসান হিসাব সম্পর্কিত ব্যাখ্যা- তথ্য-প্রমাণ, দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন সম্প্রসারণ, পুনঃব্যবহার পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য নেওয়া ও মতামত দেওয়া;

৩) কল্যাণমূলক কার্যাবলি, নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকি, স্বাস্থ্য স্কিমসমূহ তদারকি করা;

৪) প্রত্যেক শ্রমিকের কার্য তালিকা, কাজের সময়সূচি, বিরতি, ও প্রতিষ্ঠানের ছুটির বিষয়গুলো নির্ধারণ করায় অংশগ্রহণ করা ;

৫) কর্মচারীদের ভালো কাজের ও পরামর্শের জন্য পুরস্কার প্রদান করার জন্য সুপারিশ করা ;

৬) কারখানার সাধারণ কার্যপরিবেশের উন্নতি করা;

৭) শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুবিধা রাখার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ;

৮) কারখানার সমস্যাসমূহের সমাধান করায় ব্যবস্থাপনাকে সাহায্য করা ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে অংশগ্রহণ করা।

৩। কারখানা কমিটি (Works Committee)

শিল্প-গণতন্ত্রের আর একটি ধরন হলো কারখানা কমিটি। ভারতে এটির প্রচলন আছে। কারখানা কমিটি একটা পরামর্শমূলক কমিটি। মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে এই কারখানা কমিটি গঠিত হয়। ভারতে প্রচলিত আইন অনুসারে ১০০ জন বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করে এমন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কারখানা কমিটি থাকা বাধ্যতামূলক। যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন আছে, সেখানে ট্রেড ইউনিয়নরা কারখানা কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। আর যেখানে স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন নেই, সেখানে শ্রমিকরা সরাসরি ভোটে কারখানা কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।

কারখানা কমিটির গঠন কাঠামো (Structure of Works Committee)

কারখানা কমিটির সদস্য থাকবেন সর্বোচ্চ ২০ জন। মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে এই কারখানা কমিটি গঠিত হয়। একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, একজন সেক্রেটারি ও একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি থাকবেন। প্রেসিডেন্ট হবেন মালিকপক্ষের মনোনীত, আর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবেন শ্রমিকপক্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধি। মালিকপক্ষের অন্যান্য প্রতিনিধি মালিকপক্ষ মনোনীত করবে এবং অন্যান্য শ্রমিক প্রতিনিধি শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

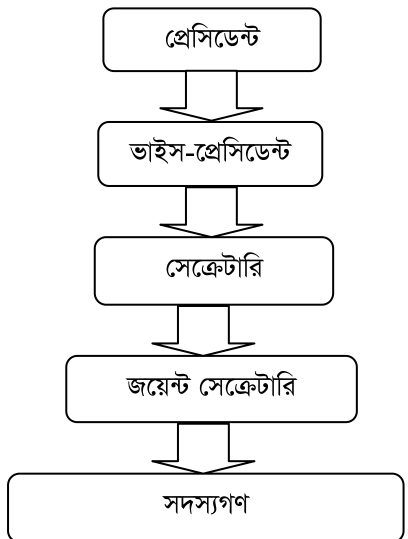

কারখানা কমিটির কাঠামো

কারখানা কমিটির কার্যাবলি (Functions of Works Committee)

১) শিল্প কারওানায় শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে এবং শ্রমিক ও মালিক বা ব্যবস্থাপনার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ মানব সম্পর্ক বজায় রাখা;
২) শ্রমিক ও মালিকের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতপার্থক্য খুঁজে বের করে তা সমাধানের ব্যবস্থা করা;
৩) কারখানার সাধারণ কার্যপরিবেশ, নিরাপদ কার্যপরিবেশ, সহায়ক সেবা, স্বাস্থ্য ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, কল্যাণমূলক কার্যক্রম ও সম্পদের অপচয়রোধমূলক ব্যবস্থা তদারকি করা ও নতুন ব্যবস্থা সংযোজনের প্রস্তাব করা ও তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা;
৪) শ্রমিক-কর্মচারী ও মালিকপক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা;

৪। শপ কাউন্সিল (Shop Council)

শিল্প-গণতন্ত্রের আর একটি ধরন হলো শপ কাউন্সিল। ভারত সরকার ঘোষিত এই শপ কাউন্সিল ধরনের শিল্প-গণতন্ত্র ১৯৭৫ সাল থেকে চালু আছে। সরকারি, বেসরকারি ও সমবায় সমিতির অধীনে পরিচালিত উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান, খনিজ প্রতিষ্ঠান বা ট্রেডিং সংগঠনে শপ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে ও কাজ করছে।

শপকাউন্সিলের গঠন কাঠামো (Structure of Shop Council)

যে সকল প্রতিষ্ঠানে ৫০০ এর অধিক ব্যক্তি কাজ করে, সেখানে মালিকপক্ষকে শপ কাউন্সিল গঠন করতে হবে।মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে এই শপ কমিটি গঠিত হয়। মালিকপক্ষের প্রতিনিধি ঐ প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের মধ্য হতে মালিকপক্ষ মনোনীত করবে এবং শ্রমিক প্রতিনিধি ঐ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্য হতে শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত হবে। মালিকপক্ষ স্বীকৃত শ্রমিকসংঘদের সাথে পরামর্শ করে শপ কমিটি সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করবে, তবে তা ১২ জনের বেশি হবে না। শপ কমিটির একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকবে। প্রেসিডেন্ট হবেন মালিকপক্ষের মনোনীত, আর ভাইস-প্রেসিডেন্ট শপ কমিটির শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্য হতে তাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন হবে। শপ কমিটি ২ বছরের জন্য গঠিত হবে এবং প্রত্যেক মাসে ন্যূনপক্ষে একবার শপ কমিটির সভা হতে হবে।

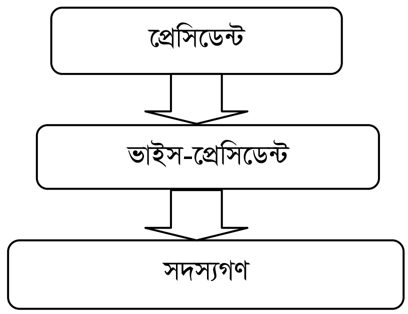

শপ কাউন্সিলের কাঠামো

শপ কাউন্সিলের কার্যাবলি (Functions of Shop Council)

১। মাসিক ও বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যবস্থাপনাকে সাহায্য করা;

২। শ্রমশক্তি ও মেসিনের কাম্য ব্যবহার ও সম্পদের অপচয় রোধ করার মাধ্যমে উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা উন্নয়ন করা;

৩। নিম্ন উৎপাদনশীলতার কারণ বের করা ও শপ পর্যায়ে তা বিলোপ করা;

৪। শ্রমিকদের কাজে অনুপস্থিতির কারণ বের করে তা অপসারণ করে অনুপস্থিতি কমানো;

৫। কার্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সেবা সুবিধা, কল্যাণমূলক সুবিধা বাড়ানোর সুপারিশ করা;

৬। কার্যক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করা;

৭। কার্যক্ষেত্রে ভৌত সুবিধা বৃদ্ধি করাসহ অবসাদের কারণ অপসারণ করা;

৮। কারিগরি উদ্ভাবন ও মানোন্নয়নের কলাকৌশল বের করা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

৯। ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

১০। মুখ্য যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিষয়ে কালান্তর মূল্যায়নে সহায়তা করা ও দলীয় কাজ তত্ত্বাবধান করা;

১১। শ্রমিক-কর্মচারীদের বহুমুখী বিষয়ে দক্ষ করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম নক্শা করা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা ;

১২। কার্যপদ্ধতি নক্শা করায় সহায়তা করা এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে দ্বিমুখী মুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলায় সাহায্য করে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করা।

৫। স্বব্যবস্থাপনা স্কিম (Self –management Scheme)

যুগোশ্লাভিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ টিটো শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে কারখানা পরিচালনার এক মডেল প্রবর্তন করেন। মডেলটি স্বব্যবস্থাপনা স্কিম বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা স্কিম নামে পরিচিতি লাভ করে। এই স্কিমে রাষ্ট্রীয় কারখানাগুলো সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

স্বব্যবস্থাপনা স্কিমের দর্শন হলো যারা কার্যপ্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত তারা সেই প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে; যতক্ষণ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত জাতীয় দিকনির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে, ততক্ষণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনো আনুমোদন প্রয়োজন হবে না।

স্বব্যবস্থাপনা স্কিমের লক্ষ্য হলো শ্রমিকদের দৈনন্দিন কাজে অধিকতর স্বায়ত্বশাসন দেওয়া, মনোবল চাঙা করা, বিচ্ছিন্নতা বোধহ্রাস করা, মালিকদের শোষণ বিলোপ করা এবং সর্বোপরি কার্যপারদর্শিতার উন্নতি করা।

স্বব্যবস্থাপনা স্কিমের গঠন কাঠামো (Structure of Self-management Scheme)

স্বব্যবস্থাপনা স্কিমে শ্রমিকদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কারখানা কীভাবে পরিচালিত হয় তার পরিচালনা কাঠামোটি নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

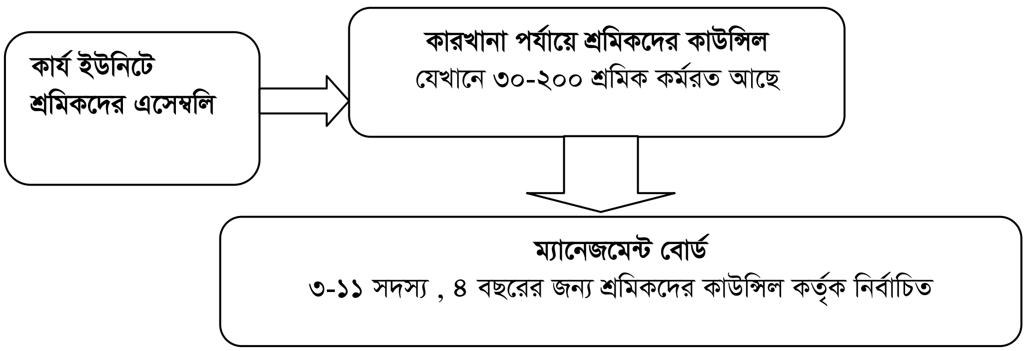

স্বব্যবস্থাপনা স্কিমের কাঠামো

যে সকল কারখানায় ৩০ থেকে ২০০ শ্রমিক কাজ করে, সেগুলো স্বব্যবস্থাপনা স্কিমে পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিটি হলো এরূপ : প্রত্যেক কার্য ইউনিটে সকল শ্রমিক নিয়ে একটি শ্রমিক এসেম্বলি থাকবে। এই শ্রমিক এসেম্বলি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক কাউন্সিল নির্বাচন করবে। এই শ্রমিক কাউন্সিল একটা ব্যবস্থাপনা পরিষদ নির্বাচন করবে। এই পরিষদের সদস্য থাকবে ৩-১১ জন এবং এই পরিষদ ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। এই ব্যবস্থাপনা পরিষদ কারখানার নির্বাহী কাজকর্ম সম্পাদন করবে।

কার কী কাজ

[ক] শ্রমিক এসেম্বলির কাজ

১) শ্রমিক এসেম্বলি উৎপাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে।
২) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ম, বিধিবিধান প্রণয়ন করে।
৩) প্রাপ্ত আয় বণ্টনের ব্যবস্থা করে।

[খ] শ্রমিক কাউন্সিল এর কাজ

১) প্রতিষ্ঠানের আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করে।
২) প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।
৩) প্রতিষ্ঠানের হিসাব অনুমোদন করে।
৪) ব্যবস্থাপনা পরিষদ নির্বাচন করে।
৫) পরিচালক নিয়োগ করে।
৬) প্রতিষ্ঠানের আয় বণ্টন ও বাজেট অনুমোদন করে।

[গ] ব্যবস্থাপনা পরিষদের কাজ

ব্যবস্থাপনা পরিষদ কারখানার নির্বাহী কাজকর্ম সম্পাদন করবে। শ্রমিক কাউন্সিল এর অনুমোদিত আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা কাজ সম্পাদন করে।

৬। পরিচালনা পরিষদে শ্রমিক পরিচালক (Worker Director in Management Board)

শিল্প-গণতন্ত্রের আর একটি ধরন হলো প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে শ্রমিক পরিচালক। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। শিল্প-গণতন্ত্রের এই ধরনটিতে পরিচালনা পরিষদে একজন শ্রমিক প্রতিনিধি পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাবেন। তিনি নির্বাচিত যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনীত হবেন। তবে, যেখানে নির্বাচিত যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নেই, সেখানে এই শ্রমিক পরিচালক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের নির্বাহী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অথবা সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হবেন। এই শ্রমিক পরিচালক দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। প্রতিষ্ঠানের মালিকানা অপরিবর্তিত রেখেই পরিচালনা পরিষদে শ্রমিক পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়। এই শ্রমিক পরিচালক সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব বজায় রাখে।

সারসংক্ষেপ

শিল্প-গণতন্ত্র শ্রমিকদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সমঅংশীদারিত্ব দেয় এবং কার্যপরিবেশের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেয়। শিল্প-গণতন্ত্র প্রবর্তনের ছয়টি ধরন আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে -যৌথ পরামর্শ, যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, কারখানা কমিটি, শপ কাউন্সিল, স্বব্যবস্থাপনা স্কিম, পরিচালনা পরিষদে শ্রমিক পরিচালক। প্রত্যেকটি ধরনের প্রকৃতি, গঠন কাঠামো ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। এ গুলো পাঠ করে শিক্ষার্থীরা শিল্প-গণতন্ত্রের নানা ধরন সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। শিল্প-গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায় তা বলুন।
২। শিল্প-গণতন্ত্রের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৩। শিল্প-গণতন্ত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৪। শিল্প-গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করুন।
৫। শিল্প-গণতন্ত্রের নীতিমালা ব্যাখ্যা করুন।
৬। অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের সমস্যাবলি বর্ণনা করুন।
৭। অনুন্নত দেশে শিল্প-গণতন্ত্রের সুবিধাবলি বর্ণনা করুন।
৮। শিল্প-গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে পারে কে তা আলোচনা করুন।
৯। শিল্প-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
১০। শিল্প-গণতন্ত্রের যৌথ পরামর্শ ব্যবস্থাটি ব্যাখ্যা করুন।
১১। শিল্প-গণতন্ত্রের কারখানা কমিটি ব্যবস্থাটি ব্যাখ্যা করুন।
১২। শিল্প-গণতন্ত্রের যৌথ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ধরনটি ব্যাখ্যা করুন।
১৩। শিল্প-গণতন্ত্রের শপ কাউন্সিল ধরনটি বিস্তারিত আলোচনা করুন।
১৪। শিল্প-গণতন্ত্রের স্বব্যবস্থাপনা স্কিম ধরনটি বর্ণনা করুন।
১৫। শিল্প-গণতন্ত্রের পরিচালনা পরিষদে শ্রমিক পরিচালক ব্যবস্থাটি ব্যাখ্যা করুন।
১৬। শিল্প-গণতন্ত্রের স্বব্যবস্থাপনা স্কিমের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।